# টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ

*(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত)*

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**সভাপতি, অনুবাদ কমিটি**

**ড. শামসুল আলম**
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

**অনুবাদ কমিটি:**

মোঃ ফয়জুল ইসলাম, উপ-প্রধান
মোঃ মনিরুল ইসলাম, উপ-প্রধান
মোঃ মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, সিনিয়র সহকারী প্রধান
শেখ মঈনুল ইসলাম মঈন, সহকারী প্রধান

**অনুবাদ সহযোগী:**

কোহিনুর আক্তার, সহকারী প্রধান
শিমুল সেন, সহকারী প্রধান
জোসেফা ইয়াসমিন, সহকারী প্রধান
অনামিকা নজরুল, সহকারী প্রধান
সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী প্রধান
সিফাত আনোয়ার তুম্পা, সহকারী প্রধান
মোঃ আতাউল গণি ওসমানী, কম্যুনিকেশন অফিসার, এসএসআইপি প্রকল্প

**প্রকাশক, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থস্বত্ব:**

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ওয়েবসাইট: www.plancomm.gov.bd

**প্রকাশকাল:**
বাংলা সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

**মুদ্রণ:** টার্টেল, ৬৭/ডি, গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা, বাংলাদেশ

সংখ্যা: ৫,০০০ কপি

# বাংলা সংস্করণের প্রাসঙ্গিকতা

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে "২০৩০ এজেন্ডা" এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকাণ্ডের মূলমন্ত্র হবে "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)" নীতি অনুসরণ।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দু'দশকে দারিদ্র্য বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নীচে শিশু-মৃত্যুর হার, মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)" অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করেছে। এগুলো বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনের পথনকশা (Mapping) প্রণয়ন করেছে, যা বই আকারে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরূপণের জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে।

দেশের আপামর জনগণকে এই "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ"-এর সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যই সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এই বাংলা সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একথা অনস্বীকার্য, উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই জনগণ এবং জনগণই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে অবস্থান করে। জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। জনগণকে উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য মাতৃভাষায় জ্ঞান ও সচেতনতা তৈরীর কোন বিকল্প নেই। এজন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের এই বাংলা সংস্করণ প্রকাশ প্রশংসনীয় হবে, আশা করি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুবাদকালে দীর্ঘ ও জটিল বাক্য বিন্যাসের ইংরেজি থেকে যতটুকু সম্ভব সহজ, সরল ও প্রমিত বাংলায় টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে পরিচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, এই বাংলা সংস্করণ সংশ্লিষ্ট সকলকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন ধাপে অনূদিত এই বাংলা সংস্করণ প্রকাশে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

**সভাপতি**
**অনুবাদ কমিটি**

# জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ

টেকসই উন্নয়ন যে জন্য
জনগণ
সকল ধরনের ও মাত্রার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান এবং মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করা
সমৃদ্ধি
প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান
শান্তি
শান্তিপূর্ণ, ন্যায়পরায়ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার বিকাশ
অংশীদারিত্ব
বলিষ্ঠ বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বাস্তবায়ন
ধরিত্রী
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবায়ুর সুরক্ষা প্রদান

# টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

১ সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

২ ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

৩ সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

৪ সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

৫ জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

৬ সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

৭ সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

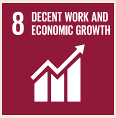


৮ সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

৯ অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

# টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

10 REDUCED INEQUALITIES

১০ অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

১১ অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTIO

১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা

13 CLIMATE ACTION

১৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

14 LIFE BELOW WATER

১৪ টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

15 LIFE ON LAND

১৫ স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

১৬ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

১৭ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

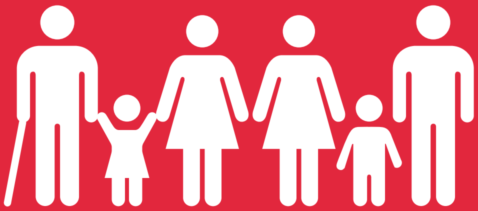

# ১

# দারিদ্র্য বিলোপ

সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১. সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ১.১ | ২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম -এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান | ১.১.১ | লিঙ্গ, বয়স, কর্মসংস্থানগত অবস্থান ও ভৌগোলিক অবস্থান (শহুরে/গ্রামীণ) ভেদে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত |
| ১.২ | জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা | ১.২.১ | লিঙ্গ ও বয়স অনুযায়ী জাতীয় দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত |
| | | ১.২.২ | জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নারী পুরুষ ও শিশুর অনুপাত |
| ১.৩ | ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা | ১.৩.১ | শিশুসহ লিঙ্গভিত্তিক জনগোষ্ঠী, বেকার জনগোষ্ঠী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষ, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মক্ষেত্রে আহত শ্রমিক ভেদে সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন স্তর/ব্যবস্থার আওতাভুক্ত দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুপাত |
| ১.৪ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, | ১.৪.১ | মৌলিক সেবা সুবিধাভোগী খানায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত লিঙ্গ ও ভোগ দখলের ধরন অনুযায়ী নিরাপদ দখলিস্বত্ব সহ বৈধ দলিলের অধিকারী এবং জমিতে যাদের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে বলে |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা | ১.৪.২ | মনে করে এমন (এমন উপলব্ধিসম্পন্ন) মোট বয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত |
| ১.৫ | ২০৩০ সালের মধ্যে, দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু সম্পৃক্ত চরম ঘটনাবলি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অভিঘাত ও দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি কমিয়ে আনা | ১.৫.১ | প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ ও দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা |
| | | ১.৫.২ | মোট বৈশ্বিক উৎপাদন (গ্লোবাল জিডিপি)-এর তুলনায় সরাসরি দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ |
| | | ১.৫.৩ | জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি নিরসন কৌশল অনুসরণকারী দেশের সংখ্যা |
| ১.ক | দারিদ্র্যকে এর সকল মাত্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্মূলকল্পে গৃহীত কর্মসূচি ও নীতিমালা বাস্তবায়নের স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে পর্যাপ্ত ও কাম্য সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বর্ধিত উন্নয়ন সহায়তাসহ বিবিধ উৎস হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করা | ১.ক.১ | দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিতে সরকার কর্তৃক সরাসরি বরাদ্দকৃত সম্পদের অনুপাত |
| | | ১.ক.২ | অত্যাবশ্যকীয় সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা) কার্যাবলিতে মোট সরকারি ব্যয়ের অনুপাত |
| ১.খ | দারিদ্র্য নিরসন কার্যাবলিতে বর্ধিত বিনিয়োগ সহায়তা প্রদানকল্পে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দরিদ্রবান্ধব ও জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কৌশলভিত্তিক শক্তিশালী নীতিকাঠামো প্রণয়ন | ১.খ.১ | নারী, দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অসামঞ্জস্যভাবে সেবা প্রদান করা হয় এমন খাতগুলোতে সরকারি রাজস্ব ও মূলধনী ব্যয়ের অনুপাত |

# ২

## ক্ষুধা মুক্তি

ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২. ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার | | | |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
| ২.১ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে, অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো। | ২.১.১ | অপুষ্টির ব্যাপকতা |
| | | ২.১.২ | খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির ভিত্তিতে জনগণের মাঝে মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা |
| ২.২ | ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী খর্বকায় ও বিকাশরুদ্ধ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান | ২.২.১ | অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি <-২) |
| | | ২.২.২ | অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় <-২ বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মানদণ্ডের মধ্যমা হতে পরিমিত ব্যবধান) |
| ২.৩ | ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং | ২.৩.১ | সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের আকার অনুযায়ী প্রতি শ্রম এককে উৎপাদনের পরিমাণ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ | ২.৩.২ | স্থান ভেদে স্বল্প পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারীদের গড় আয় |
| ২.৪ | ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিরীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এবং যা ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে | ২.৪.১ | উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষির আওতায় কৃষি জমির অনুপাত |
| ২.৫ | ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, আবাদযোগ্য শস্য প্রজাতি এবং খামারে ও গৃহে পালনযোগ্য গবাদিপশু ও এদের সমগোত্রীয় বন্যপ্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যার অন্যতম উপায় হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বহুমুখী বীজ ও উদ্ভিদ ব্যাংকের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ঐকমত্য অনুসারে, কৌলিক (জেনেটিক) সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যলালিত জ্ঞানের ব্যবহার হতে উদ্ভূত সুযোগ-সুবিধার সুষ্ঠু ও সমান অংশীদারিতার পথ সুগম করা | ২.৫.১ | মাঝারি বা দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ সুবিধায় নিরাপদ- খাদ্য ও কৃষির জন্য এমন উদ্ভিদ ও প্রাণির বংশগতি সংশ্লিষ্ট সম্পদের সংখ্যা |
| | | ২.৫.২ | ঝুঁকিপূর্ণ, ঝুঁকিবিহীন বা বিলুপ্তি ঝুঁকির অজানা পর্যায়ভুক্ত - এমন শ্রেণী বিন্যাসে স্থানীয় প্রাণিজাতের অনুপাত |
| ২.ক | উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সহ বিনিয়োগ বৃদ্ধি | ২.ক.১ | সরকারি ব্যয়ের জন্য কৃষি পরিস্থিতির সূচক বা এগ্রিকালচারাল ওরিয়েন্টেশন ইনডেক্স |
| | | ২.ক.২ | কৃষি খাতে মোট সরকারি অর্থপ্রবাহ (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | অন্যান্য সরকারি অর্থপ্রবাহ) |
| ২.খ | দোহা উন্নয়ন রাউন্ডের ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল ধরনের ভর্তুকি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অনুরূপ সকল ব্যবস্থা রহিতকরণসহ অপরাপর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক কৃষিবাজারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিধি-নিষেধ ও বিচ্যুতির সংশোধন ও মোকাবিলা | ২.খ.১ | উৎপাদন সহায়ক প্রাক্কলন |
| | | ২.খ.২ | কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ভর্তুকি |
| ২.গ | খাদ্যপণ্য মূল্যের চরম অস্থিরতায় লাগাম টেনে ধরতে খাদ্য মজুদ বিষয়ক তথ্যসহ সঠিক সময়ে বাজার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং খাদ্য পণ্যের বাজার ও এর শাখা-উপশাখার সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ | ২.গ.১ | খাদ্যপণ্যের মূল্যে অসঙ্গতির সূচক |

# ৩

# সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য
সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৩. সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ | | | |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
| ৩.১ | ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা | ৩.১.১ | মাতৃমৃত্যুর অনুপাত |
| | | ৩.১.২ | প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির অনুপাত |
| ৩.২ | ২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি সকল দেশের লক্ষ্য হবে প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিতজন্মে অনূর্ধ্ব ৫-বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা | ৩.২.১ | অনূর্ধ্ব-৫ ববছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার |
| | | ৩.২.২ | নবজাতকের মৃত্যুর হার |
| ৩.৩ | ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারীর অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা | ৩.৩.১ | লিঙ্গ, বয়স ও মূল জনসংখ্যার নিরিখে প্রতি ১,০০০ অসংক্রমিত জনে নতুন করে এইচআইভি আক্রান্ত সংখ্যা |
| | | ৩.৩.২ | প্রতি ১,০০০ জনে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা |
| | | ৩.৩.৩ | প্রতি ১,০০০ জনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা |
| | | ৩.৩.৪ | প্রতি ১০০,০০০ জনে হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ৩.৩.৫ | উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এমন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা |
| ৩.৪ | প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতে সহায়তা করা | ৩.৪.১ | হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগে মৃত্যুহার |
| | | ৩.৪.২ | আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুহার |
| ৩.৫ | চেতনাবিনাশী ঔষধ ও অ্যালকোহলের অপব্যবহার সহ সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা | ৩.৫.১ | মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহারজনিত ব্যাধির ক্ষেত্রে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা (ঔষধ সম্পর্কিত, মানসিক-সামাজিক পুনর্বাসন ও পরিচর্যা সেবা) |
| | | ৩.৫.২ | অ্যালকোহলের ক্ষতিকর ব্যবহার যা জাতীয় প্রেক্ষাপটে বছরে মাথাপিছু বিশুদ্ধ অ্যালকোহল গ্রহণের পরিমাণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের দ্বারা) |
| ৩.৬ | বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতের সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা | ৩.৬.১ | সড়ক দুর্ঘটনায় সংঘটিত মৃত্যুর হার |
| ৩.৭ | ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা | ৩.৭.১ | পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারকারী ও এতে সন্তুষ্ট প্রজননক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী) নারীর অনুপাত |
| | | ৩.৭.২ | প্রতি ১,০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩.৮ | সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করা সহ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ অর্জন | ৩.৮.১ | অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবার পরিধি (সাধারণ ও সব চাইতে সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রজনন সংক্রান্ত, মাতৃত্বজনিত, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং সেবা সক্ষমতা ও সুবিধায় অধিকারসহ ট্রেসার ইন্টারভেনশনের ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় সেবার গড় আওতা সংজ্ঞায়িত) |
| | | ৩.৮.২ | প্রতি ১,০০০ জনে স্বাস্থ্য বিমা বা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতাভুক্ত মানুষের সংখ্যা |
| ৩.৯ | ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং বায়ু, পানি ও ভূমি দূষণ ও সংক্রমণে ব্যাধি ও মৃত্যুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা | ৩.৯.১ | খানা ও চারপাশের বায়ু দূষণে সংঘটিত মৃত্যু হার |
| | | ৩.৯.২ | দূষিত পানি, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনসহ স্বাস্থ্য বিধিমালার অভাব জনিত মৃত্যু হার |
| | | ৩.৯.৩ | অনিচ্ছাকৃত বিষক্রিয়ায় সংঘটিত মৃত্যু হার |
| ৩.ক | প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সকল দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন বাস্তবায়ন জোরদার করা | ৩.ক.১ | ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী বর্তমানে তামাক সেবনের পরিমাণ |
| ৩.খ | মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে ধরনের সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগব্যাধির প্রকোপ বেশি, সে ধরনের রোগের টিকা ও ঔষধ উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা দান এবং ট্রিপস সমঝোতা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে দোহা ঘোষণা অনুযায়ী আবশ্যকীয় সকল ঔষধপত্র ও টিকা সাশ্রয়ীমূল্যে সকলের জন্য সহজলভ্য করা; উল্লেখ্য, এই | ৩.খ.১ | টেকসই ভিত্তিতে ও সাশ্রয়ীমূল্যে ঔষধ ও টিকা সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত |
| | | ৩.খ.২ | চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্য খাতে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার নীট পরিমাণ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ঘোষণায় 'বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তিতে অধিকারের বাণিজ্য সংক্রান্ত দিক (ট্রিপস)' শীর্ষক চুক্তিতে উদ্ধৃত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নমনীয়তা ও সকলের জন্য ঔষধ প্রাপ্তি সহজলভ্য করা সহ অন্যান্য সুবিধাদির পরিপূর্ণ ব্যবহারে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করা হয় | | |
| ৩.গ | উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো, এখাতে দীর্ঘমেয়াদের জন্য জনবল নিয়োগ এবং এদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন | ৩.গ.১ | নির্দিষ্ট এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা ও বন্টন |
| ৩.ঘ | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি নিরসন এবং এ সংশ্লিষ্ট পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে সকল দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা | ৩.ঘ.১ | আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা ও জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি |

# ৪

# গুনগত শিক্ষা

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪. সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ৪.১ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুনগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা | ৪.১.১ | শিশু ও যুবসমাজের অনুপাত ঃ (ক) ২য়/৩য় শ্রেণীতে; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে; এবং (গ) নিম্নমাধ্যমিক শেষে, লিঙ্গ ভেদে (১) পঠন ও (২) গণিতে অন্ততপক্ষে একটি ন্যূনতম দক্ষতামান অর্জন |
| ৪.২ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা | ৪.২.১ | লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত |
| | | ৪.২.২ | লিঙ্গভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে) |
| ৪.৩ | বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা | ৪.৩.১ | লিঙ্গ ভেদে পূর্ববর্তী ১২ মাসে আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার |
| ৪.৪ | চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগলাভ এবং উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো | ৪.৪.১ | দক্ষতার ধরন অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-তে দক্ষ যুবক ও বয়স্কদের অনুপাত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪.৫ | অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো | ৪.৫.১ | এই তালিকার যে সূচকগুলো বিভাজিত হতে পারে এমন সকল শিক্ষা সূচকগুলোর জন্য সমতা সূচক (নারী/পুরুষ, গ্রামীণ/শহুরে, ধনসম্পদ ভিত্তিক নিম্নে/শীর্ষে অবস্থানকারী শ্রেণী ও অন্যান্য, যেমন অসামর্থ্যগত অবস্থান, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও সংঘাত-প্রভাবিত জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য যেভাবে পাওয়া যায়) |
| ৪.৬ | নারী ও পুরুষ সহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা | ৪.৬.১ | লিঙ্গভেদে ব্যবহারিক (ক) সাক্ষরতা ও (খ) গণন-দক্ষতায় ন্যূনতম একটি নির্ধারিত মানের নৈপুণ্য অর্জনকারী একটি নির্দিষ্ট বয়সের জনগোষ্ঠীর শতকরা হার |
| ৪.৭ | অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন ও টেকসই জীবনধারার জন্য শিক্ষা, মানবাধিকার, নারী পুরুষ সমতা, শান্তি ও অহিংসামূলক সংস্কৃতির বিকাশ, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কিত উপলব্ধি অর্জনের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থী যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা | ৪.৭.১ | (ক) জাতীয় শিক্ষানীতি, (খ) পাঠক্রম, (গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও (ঘ) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সকল পর্যায়ে প্রতিফলিত (১) বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা এবং (২) জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকারসহ টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরূপণ |
| ৪.ক | শিশু, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা | ৪.ক.১ | (ক) বিদ্যুৎ, (খ) শিক্ষাদানের জন্য ইন্টারনেট, (গ) শিক্ষাদান কাজে কম্পিউটার, (ঘ) অসমর্থ্য শিক্ষার্থীদের জন্য অভিযোজনমূলক অবকাঠামো ও উপকরণাদি, (ঙ) নিরাপদ খাবার পানি, (চ) পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা, (ছ) হাত ধোয়ার (হাত ধোয়া সংক্রান্ত নির্দেশকের সংজ্ঞা অনুযায়ী) সুবিধাযুক্ত স্কুলের অনুপাত |
| ৪.খ | উন্নত দেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট | ৪.খ.১ | খাত ও অধ্যয়নের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তির জন্য সরকারিভাবে উন্নয়ন সহায়তা প্রবাহের পরিমাণ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | বিভিন্ন কর্মসূচি সহ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির জন্য উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রদেয় বৃত্তির সংখ্যা বৈশ্বিকভাবে ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো | | |
| ৪.গ | শিক্ষক প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা | ৪.গ.১ | (ক) প্রাক্-প্রাথমিক, (খ) প্রাথমিক, (গ) নিম্নমাধ্যমিক ও (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মাঝে যারা নিজ নিজ দেশে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাক্-চাকুরি বা চাকুরিকালীন ন্যূনতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ (অর্থাৎ শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ) লাভ করেছেন, এমন শিক্ষকদের অনুপাত |

৫

# জেন্ডার সমতা

জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫. জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন | | | |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
| ৫.১ | সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো | ৫.১.১ | লিঙ্গভেদে সমতা ও বৈষম্যহীনতার প্রবর্ধন, প্রয়োগ ও পরিবীক্ষণের জন্য আইনগত কাঠামো বিদ্যমানতা অথবা অনুপস্থিতি |
| ৫.২ | পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা সহ ঘরেবাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান | ৫.২.১ | সহিংসতার ধরন ও বয়স অনুযায়ী বর্তমান বা পূর্বতন স্বামী কর্তৃক বিগত ১২ মাসে শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী বিবাহিত নারী ও কন্যাশিশুর অনুপাত |
| | | ৫.২.২ | বয়স ও সংঘটনস্থল ভেদে স্বামী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিগত ১২ মাসে যৌন সহিংসতার শিকার ১৫-বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও কন্যাশিশুর অনুপাত |
| ৫.৩ | শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রথার অবসান | ৫.৩.১ | ১৫ বছর বা ১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ বা কোন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমন ২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের অনুপাত |
| | | ৫.৩.২ | বয়স ভেদে নারীর যৌনাঙ্গ কর্তিত হয়েছে এমন ১৫-৪৯ বছর বয়সী সকল কন্যাশিশু ও নারীর অনুপাত |
| ৫.৪ | সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে | ৫.৪.১ | লিঙ্গ, বয়স ও স্থান ভেদে অবৈতনিক গৃহস্থালি ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | অবৈতনিক পরিচর্যাকার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং খানা ও পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা | | কাজে ব্যয়িত সময় |
| ৫.৫ | রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা | ৫.৫.১ | জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী আসনের অনুপাত |
| | | ৫.৫.২ | ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত নারীদের অনুপাত |
| ৫.৬ | জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং এদের পর্যালোচনামূলক সম্মেলনসমূহের ফলাফল-দলিলের আলোকে স্বীকৃত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা | ৫.৬.১ | যৌন সম্পর্ক স্থাপন, গর্ভনিরোধকের ব্যবহার এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতনভাবে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এমন ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীর অনুপাত |
| | | ৫.৬.২ | যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য ও শিক্ষা সুবিধাদানের আইনি বিধিবিধানের ব্যবস্থা রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা |
| ৫.ক | বিদ্যমান জাতীয় আইনকানুনের আলোকে, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন | ৫.ক.১ | (ক) লিঙ্গ ভেদে, কৃষি জমির ওপর দখলিস্বত্ব বা মালিকানা সহ মোট কৃষি জনসংখ্যার অনুপাত; (খ) স্বত্ব অনুযায়ী কৃষি জমির মালিক বা দখলদার এমন নারীদের অংশ |
| | | ৫.ক.২ | জমির মালিকানা/নিয়ন্ত্রণে নারীদের সমঅধিকার নিয়ে প্রথাসিদ্ধ আইনসহ আইনি কাঠামো বিদ্যমান এমন দেশের সংখ্যা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫.খ | নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো | ৫.খ.১ | লিঙ্গ ভেদে মোবাইল ফোনের মালিকানা রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের অনুপাত |
| ৫.গ | সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষ সমতা আনয়নে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইনি বিধান প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা | ৫.গ.১ | নারী পুরুষ সমতা ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য আইনি ব্যবস্থাসহ সরকারি বরাদ্দ ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন দেশের সংখ্যা |

# ৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬. সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা | | | |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
| ৬.১ | ২০৩০ সালের মধ্যে, নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানিতে সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জন | ৬.১.১ | নিরাপদ খাবার পানি সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত |
| ৬.২ | নারী ও মেয়ে সহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো | ৬.২.১ | সাবান ও পানি সংবলিত হাত ধোয়ার সুবিধাসহ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত |
| ৬.৩ | দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করা | ৬.৩.১ | নিরাপদে পরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত |
| | | ৬.৩.২ | বিশুদ্ধ পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত জলাশয়ের অনুপাত |
| ৬.৪ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই | ৬.৪.১ | সময়ের সাথে পানির ব্যবহার দক্ষতার পরিবর্তন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা | ৬.৪.২ | পানি চাপের মাত্রা ঃ প্রাপ্তব্য বিশুদ্ধ পানিসম্পদের অনুপাত অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানির উত্তোলন ও ব্যবহার |
| ৬.৫ | প্রযোজ্যক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত উপায়ে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার ব্যবহারসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন | ৬.৫.১ | সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ডিগ্রি বা মাত্রা (০-১০০) |
| | | ৬.৫.২ | পানি বিষয়ক সহযোগিতার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা সহ আন্তঃসীমান্ত অববাহিকা অঞ্চলের অনুপাত |
| ৬.৬ | ২০২০ সালের মধ্যে পর্বত, অরণ্য, জলাভূমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানিসংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন | ৬.৬.১ | সময়ের সাথে জলজ ইকোসিস্টেমের ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন |
| ৬.ক | ২০৩০ সালের মধ্যে পানি আহরণ, লবণ বিমুক্তকরণ, পানির দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্যপানি পরিশোধন, পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি সহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো | ৬.ক.১ | পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পৃক্ত সরকারি উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ, যা একটি সরকার-সমন্বিত ব্যয় পরিকল্পনার অংশ |
| ৬.খ | পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সমর্থন ও সহযোগিতা জোরদার করা | ৬.খ.১ | পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত ও প্রায়োগিক নীতিমালা ও পদ্ধতিসহ স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিটের অনুপাত |

# ৭

# সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭. সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ৭.১ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা | ৭.১.১ | বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত |
| | | ৭.১.২ | পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত |
| ৭.২ | ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানিমিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা | ৭.২.১ | মোট জ্বালানি ব্যবহারে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ |
| ৭.৩ | জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা | ৭.৩.১ | প্রাথমিক শক্তি ও জিডিপি অনুযায়ী জ্বালানি ঘনত্ব পরিমাপ |
| ৭.ক | ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগের প্রবর্ধন | ৭.ক.১ | ২০২০ সাল থেকে শুরু হতে যাওয়া অঙ্গীকারকৃত ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিলের বিপরীতে প্রতি বছর মার্কিন ডলারে সঞ্চয়িত অর্থের (মোবিলাইজড অ্যাকাউন্ট) পরিমাণ |
| ৭.খ | ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচি অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহকল্পে জ্বালানি অবকাঠামোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন | ৭.খ.১ | টেকসই উন্নয়ন সেবার অবকাঠামো ও প্রযুক্তির জন্য আর্থিক হস্তান্তরে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণসহ জিডিপির শতকরা হিসেবে জ্বালানি দক্ষতায় বিনিয়োগ |

# ৮

# শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮. সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ৮.১ | জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী মাথাপিছু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখা এবং বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বার্ষিক ন্যূনতম ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন | ৮.১.১ | মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার |
| ৮.২ | উচ্চ-মূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বপ্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন | ৮.২.১ | প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার |
| ৮.৩ | আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্ধন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা | ৮.৩.১ | লিঙ্গ ভেদে অ-কৃষি কাজে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত |
| ৮.৪ | উন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো অনুযায়ী ২০৩০ সাল অবধি ভোগ ও উৎপাদনে বৈশ্বিক সম্পদ-দক্ষতার ক্রমাগত উন্নতি সাধন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ না হয় তা | ৮.৪.১ | ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট, মাথাপিছু ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট এবং জিডিপি প্রতি ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট |
| | | ৮.৪.২ | দেশজ বস্তুগত ভোগ, মাথাপিছু দেশজ বস্তুগত ভোগ এবং জিডিপি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকা | | প্রতি দেশজ বস্তুগত ভোগ |
| ৮.৫ | ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসমাজ ও অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন এবং সমপরিমাণ/সমমর্যাদার কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা | ৮.৫.১ | পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে, নারী ও পুরুষ কর্মীর ঘন্টা প্রতি গড় উপার্জন |
| | | ৮.৫.২ | পেশা, বয়স ও অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে, বেকারত্বের হার |
| ৮.৬ | কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা | ৮.৬.১ | শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় এমন যুবকদের (১৫-২৪ বছর) অনুপাত |
| ৮.৭ | জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহার সহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো | ৮.৭.১ | লিঙ্গ ও বয়স ভেদে শিশুশ্রমে নিয়োজিত ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা |
| ৮.৮ | প্রবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে প্রবাসী মহিলা ও নিশ্চয়তাহীন কাজে নিয়োজিত এমন শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ প্রদান ও শ্রম অধিকার সংরক্ষণ | ৮.৮.১ | লিঙ্গ ও অভিবাসীর অবস্থান ভেদে, পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হবার ঘটনার হার |
| | | ৮.৮.২ | লিঙ্গ ও অভিবাসীর অবস্থান ভেদে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী ও জাতীয় বিধি-বিধানের ভিত্তিতে শ্রম অধিকার (সংগঠিত হবার ও যৌথ দরকষাকষির স্বাধীনতা) দানে জাতীয় শোভন কর্মপরিবেশ (কমপ্লায়েন্স) বৃদ্ধি |
| ৮.৯ | স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্যসম্ভারের প্রবর্ধন সহায়ক ও কর্মসৃজনমূলক টেকসই পর্যটনশিল্প প্রসারের অনুকূলে ২০৩০ সালের মধ্যে নীতিমালা | ৮.৯.১ | মোট জিডিপির অংশ হিসেবে পর্যটন ভিত্তিক জিডিপি-র অনুপাত ও প্রবৃদ্ধি হার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন | ৮.৯.২ | লিঙ্গ ভেদে, কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি হারসহ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে পর্যটনশিল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা |
| ৮.১০ | সকলের জন্য ব্যাংকিং, বিমা ও আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার প্রসারিত করতে দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো | ৮.১০.১ | প্রতি ১০০,০০০ বয়স্ক জনে এটিএম বুথ ও বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার সংখ্যা |
| | | ৮.১০.২ | ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা মোবাইলে অর্থসেবা প্রদানকারী সংস্থায় অ্যাকাউন্টধারী বয়স্ক মানুষদের (১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব) অনুপাত |
| ৮.ক | ’স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তা বিষয়ক সমন্বিত বর্ধিত কাঠামোর’ মাধ্যমে সহ উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ’বাণিজ্য-প্রবর্ধন সহায়তা’ সংশ্লিষ্ট সহযোগিতা বৃদ্ধি করা | ৮.ক.১ | বাণিজ্য সহায়তার অঙ্গীকার ও বিতরণকৃত মোট সহায়তার পরিমাণ |
| ৮.খ | ২০২০ সালের মধ্যে যুব কর্মসংস্থানের জন্য একটি বৈশ্বিক কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ’বৈশ্বিক কর্মচুক্তি’র বাস্তবায়ন | ৮.খ.১ | জাতীয় বাজেট ও জিডিপি’র অংশ হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে মোট সরকারি ব্যয় |

# ৯

# শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯. অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ৯.১ | সকলের জন্য মূল্যসাশ্রয়ী ও ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্বদানসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণে সহায়তার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তঃসীমান্ত অবকাঠামোর নির্মাণসহ মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণ | ৯.১.১ | সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত |
| | | ৯.১.২ | পরিবহণের ধরন অনুযায়ী যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের পরিমাণ |
| ৯.২ | অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা | ৯.২.১ | জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর মূল্য সংযোজন |
| | | ৯.২.২ | মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ কর্মসংস্থান |
| ৯.৩ | বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজারে এদের অঙ্গীভূত করা | ৯.৩.১ | মোট শিল্প মূল্য সংযোজনে ক্ষুদ্র শিল্পের অনুপাত |
| ৯.৪ | ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সকল দেশের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী অবকাঠামোর উন্নয়ন সহ (সংযোজন কাজের মাধ্যমে) শিল্পকারখানার ব্যাপক সংস্কার সম্পন্ন করা, যাতে সেগুলো বর্ধিত সম্পদ-ব্যবহার দক্ষতা এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও শিল্পপণ্য উৎপাদন | ৯.৪.১ | মূল্য সংযোজনের প্রতি এককে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমণের পরিমাণ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | প্রক্রিয়ার অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়ন ধারার প্রসারণ ঘটাতে পারে | | |
| ৯.৫ | ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা এবং প্রতি মিলিয়ন জনে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধিসহ সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তৎপরতা বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতিসাধন | ৯.৫.১<br>৯.৫.২ | জিডিপি'র অনুপাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়<br>প্রতি ১০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে (পূর্ণকালীন) গবেষকের সংখ্যা |
| ৯.ক | আফ্রিকার মহাদেশভুক্ত দেশসমূহ, স্বল্পোন্নত দেশ, স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তাদানের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করা | ৯.ক.১ | অবকাঠামোগত মোট সরকারি আন্তর্জাতিক সহায়তার (সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও অন্যান্য সরকারি অর্থপ্রবাহ) পরিমাণ |
| ৯.খ | অপরাপর বিষয়সহ শিল্পপণ্যের বহুমুখিতা ও পণ্য মূল্য সংযোজনের জন্য অনুকূল নীতিপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় প্রযুক্তির বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা দান | ৯.খ.১ | মোট মূল্য সংযোজনে মধ্যম ও উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের মূল্য সংযোজনের অনুপাত |
| ৯.গ | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ইন্টারনেটে সর্বজনীন ও মূল্যসাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার প্রদানে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া | ৯.গ.১ | মোবাইল নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত |

১০

# অসমতার হ্রাস

অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

**টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১০. অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা**

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ১০.১ | ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০% জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং অর্জিত হার বজায় রাখা | ১০.১.১ | সর্বনিম্ন আয়ের ৪০% জনসংখ্যার মধ্যে মাথাপিছু আয় বা খানা ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি হার |
| ১০.২ | বয়স, লিঙ্গ, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা), জাতিসত্ত্বা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন | ১০.২.১ | বয়স, লিঙ্গ ও অসমর্থ জন ভেদে মাঝারি আয়ের ৫০ শতাংশের নিচে যারা বসবাস করে তাদের অনুপাত |
| ১০.৩ | বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালা ও প্রথার অবসান ঘটিয়ে এবং যথোপযুক্ত আইন, নীতিমালা ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেসহ বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসসহ সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা | ১০.৩.১ | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ বৈষম্যমূলক কোন ঘটনায় পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে নিগৃহীত হয়েছে বা ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে বলে মনে করে এমন জনসংখ্যার অনুপাত |
| ১০.৪ | নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন | ১০.৪.১ | মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা হস্তান্তর সমন্বয়ে জিডিপি'তে শ্রমের অংশ |
| ১০.৫ | বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ (প্রবিধান) ও | ১০.৫.১ | আর্থিক সবলতার সূচক |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা এবং অনুরূপ প্রবিধানমালার বাস্তবায়ন শক্তিশালী করা | | |
| ১০.৬ | অধিকতর কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য, জবাবদিহিতামূলক ও বৈধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বার্থে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকতর প্রতিনিধিত্ব ও মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করা | ১০.৬.১ | আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে উন্নয়নশীল দেশের সদস্যবৃন্দ ও ভোটাধিকারের অনুপাত |
| ১০.৭ | পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণ করে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা | ১০.৭.১ | গন্তব্য দেশে অর্জিত বার্ষিক আয়ের অংশ হিসেবে কর্মচারী কর্তৃক ব্যয়কৃত নিয়োগ খরচ |
| ১০.ক | উন্নয়নশীল দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী 'বিশেষ ও প্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা নীতি' বাস্তবায়ন | ১০.ক.১ | শূন্য শুল্ক সহ উন্নয়নশীল দেশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে আমদানির ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক হারের অনুপাত |
| ১০.খ | প্রয়োজনের নিরিখে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ, আফ্রিকার দেশসমূহ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি অনুযায়ী বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সহ সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও আর্থিক প্রবাহে উৎসাহ প্রদান করা | ১০.খ.১ | উন্নয়নের জন্য গ্রহীতা ও দাতা দেশসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মোট সম্পদ প্রবাহ এবং প্রবাহের ধরন (অর্থাৎ সরকারি উন্নয়ন সহায়তা, বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ও অন্যান্য আর্থিক প্রবাহ) |
| ১০.গ | ২০৩০ সালের মধ্যে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্সের লেনদেন খরচ ৩ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা এবং ৫ শতাংশের বেশি খরচ হয় এমন রেমিট্যান্স করিডরের বিলুপ্তি সাধন | ১০.গ.১ | প্রেরণকৃত অর্থের মোট পরিমাণের সাথে রেমিট্যান্স পাঠানোর খরচের অনুপাত |

# ১১

# টেকসই নগর ও জনপদ

অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল
এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১. অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা | | | |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
| ১১.১ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সহ বস্তির উন্নয়ন সাধন | ১১.১.১ | শহরের বস্তি, বেআইনি স্থাপনা বা অপর্যাপ্ত আবাসনে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত |
| ১১.২ | অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, অসমর্থ (প্রতিবন্ধি) ও বয়োবৃদ্ধ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা | ১১.২.১ | লিঙ্গ, বয়স ও অসামর্থ্যযুক্ত জন ভেদে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনে চলাচলের সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত |
| ১১.৩ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ণ ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১১.৩.১ | জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হারের সাথে ভূমি ব্যবহার হারের অনুপাত |
| | | ১১.৩.২ | নিয়মিত ও গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কাঠামো সংবলিত শহরের অনুপাত |
| ১১.৪ | বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও | ১১.৪.১ | ঐতিহ্যের প্রকার (সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক, মিশ্র ও বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্র |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার করা | | কর্তৃক সংজ্ঞায়িত), সরকারের স্তর (জাতীয়/আঞ্চলিক ও স্থানীয়/পৌর), ব্যয়ের প্রকৃতি (পরিচালন ব্যয়/ বিনিয়োগ) এবং বেসরকারি তহবিলের ধরন (সামগ্রী দান, বেসরকারি অলাভজনক খাত ও অর্থানুকূল্য) অনুযায়ী সকল সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংগ্রহ, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য ব্যয়িত প্রতি এককে মোট খরচ (সরকারি ও বেসরকারি) |
| ১১.৫ | দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০৩০ সালের মধ্যে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে বৈশ্বিক জিডিপি'র অংশ হিসেবে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং সেই সাথে এসব দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা | ১১.৫.১ | প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ ও দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা |
| | | ১১.৫.২ | দুর্যোগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতি এবং মৌলিক সেবার প্রতিবন্ধকতাসহ বৈশ্বিক জিডিপি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি দুর্যোগজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি |
| ১১.৬ | বায়ুর গুণাগুণ এবং পৌর ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নগরসমূহের মাথাপিছু পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনা | ১১.৬.১ | বিভিন্ন নগর ভেদে নগর হতে নির্গত কঠিন বর্জ্য নিয়মিত সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত মোট কঠিন বর্জ্য উপযুক্তভাবে নিক্ষেপণের অনুপাত |
| ১১.৭ | ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ ও অসমর্থ (প্রতিবন্ধি) মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা | ১১.৭.১ | লিঙ্গ, বয়স ও অসামর্থ্যযুক্ত মানুষ ভেদে সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত স্থান সংবলিত শহরের ভবনাদি সংবলিত এলাকার গড় অংশ |
| | | ১১.৭.২ | সর্বশেষ ১২ মাসের মধ্যে লিঙ্গ, বয়স, অসামর্থ্যের ধরন ও সংঘটনস্থল ভেদে শারীরিক বা যৌন হয়রানির শিকার জনগোষ্ঠীর অনুপাত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১.ক | জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদার করে শহর, উপশহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ইতিবাচক সংযোগে সমর্থন দান | ১১.ক.১ | শহরের আয়তন অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রক্ষেপণ ও সম্পদ চাহিদা অঙ্গীভূত করে নগর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী নগরগুলোতে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত |
| ১১.খ | ২০২০ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি, সম্পদ-দক্ষতা, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন, দুর্যোগে অভিঘাতসহনশীলতা সংবলিত সমন্বিত নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে এমন নগর ও মানববসতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং সকল স্তরে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন | ১১.খ.১ | দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেনডাই ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সরকারের অনুপাত |
| | | ১১.খ.২ | জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহণকারী দেশের সংখ্যা |
| ১১.গ | স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই ও অভিঘাতসহনশীল ভবনাদি নির্মাণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাসহ অন্যান্য প্রকারে সমর্থন যোগানো | ১১.গ.১ | স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে টেকসই, স্থিতিশীল ও সম্পদ-দক্ষ ভবনাদি নির্মাণ ও পুনঃসংস্কারকল্পে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বরাদ্দকৃত আর্থিক  সহায়তার অনুপাত |

# ১২

# পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন

পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১২. পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ১২.১ | উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন ও সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ বিষয়ক কর্মসূচির ১০ বছর মেয়াদি কাঠামো বাস্তবায়নে সকল দেশ কর্তৃক কর্মব্যবস্থা গ্রহণ যাতে অগ্রণী ভূমিকা থাকবে উন্নত দেশগুলোর | ১২.১.১ | টেকসই ভোগ ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণকারী অথবা লক্ষ্য বা অগ্রাধিকার হিসেবে টেকসই ভোগ ও উৎপাদনকে জাতীয় নীতিমালার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকারী দেশের সংখ্যা |
| ১২.২ | ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা | ১২.২.১ | ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট, মাথাপিছু ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট এবং জিডিপি প্রতি ম্যাটেরিয়াল ফুটপ্রিন্ট |
| | | ১২.২.২ | দেশজ বস্তুগত ভোগ, মাথাপিছু দেশজ বস্তুগত ভোগ এবং জিডিপি প্রতি দেশজ বস্তুগত ভোগ |
| ১২.৩ | খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু বৈশ্বিক খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং ফসল আহরণোত্তর লোকসান (অপচয়) সহ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যপণ্য বিনষ্ট হবার পরিমাণ কমানো | ১২.৩.১ | বৈশ্বিক খাদ্য-অপচয় সূচক |
| ১২.৪ | ২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও সবধরনের বর্জ্যের জীবনচক্র জুড়ে পরিবেশবান্ধব | ১২.৪.১ | মাথাপিছু ক্ষতিকর বর্জ্য ও অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান বিষয়ক আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক পরিবেশগত চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী দেশের |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর এদের বিরূপ প্রভাব কমাতে বায়ু, পানি ও মাটিতে এদের নিঃসরণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যহারে কমানো | | সংখ্যা যারা প্রতিটি প্রাসঙ্গিক চুক্তির জন্য তথ্য হস্তান্তরের মাধ্যমে তাদের বাধ্যবাধকতা ও অঙ্গীকার পালন করেছে। |
| | | ১২.৪.২ | ক্ষতিকর বর্জ্য উৎপাদন এবং পরিশোধন-পদ্ধতি অনুযায়ী পরিশোধিত ক্ষতিকর বর্জ্যেও অনুপাত |
| ১২.৫ | প্রতিরোধ, হ্রাসকরণ, পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বর্জ্য তৈরির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা | ১২.৫.১ | জাতীয় পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) হার এবং (টনে) বর্জ্যবস্তু পুনর্ব্যবহারের পরিমাণ |
| ১২.৬ | সকল কোম্পানিকে, বিশেষ করে বৃহৎ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে টেকসই কর্মপদ্ধতি গ্রহণে এবং তাদের প্রতিবেদন চক্রে (প্রতিবেদন প্রণয়ন-প্রকাশ-বিতরণ প্রক্রিয়ায়) টেকসহিতা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংযোজনে উৎসাহিত করা | ১২.৬.১ | টেকসহিতা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রকাশকারী কোম্পানির সংখ্যা |
| ১২.৭ | জাতীয় নীতিমালা ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় টেকসই পদ্ধতির প্রবর্ধন | ১২.৭.১ | টেকসই সরকারি ক্রয় নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা |
| ১২.৮ | সর্বত্র সকল মানুষের যেন টেকসই উন্নয়ন ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনরীতি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সচেতনতা থাকে ২০৩০ সালের মধ্যে তা নিশ্চিত করা | ১২.৮.১ | (ক) বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা এবং (খ) টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা (জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষাসহ) এ বিষয়সমূহ (১) জাতীয় শিক্ষানীতি, (২) পাঠক্রম (৩) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও (৪) শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রভৃতির মূলধারায় আনয়নের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ |
| ১২.ক | ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর টেকসই পন্থায় উত্তরণকল্পে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা | ১২.ক.১ | উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেকসই ভোগ ও উৎপাদন এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নে প্রদত্ত সহায়তার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | বিণির্মাণে সহায়তা দান | | পরিমাণ |
| ১২.খ | স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর প্রচার ও প্রসার সহ নতুন নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টিকারী টেকসই পর্যটনশিল্পে টেকসই উন্নয়নের প্রভাব পরিবীক্ষণকল্পে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন | ১২.খ.১ | সর্বসম্মত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত কর্মপরিকল্পনা এবং টেকসই পর্যটন কৌশল বা নীতিমালার সংখ্যা |
| ১২.গ | জাতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী (হস্তক্ষেপ দূর করে) বাজার বিচ্যুতির অবসান ঘটিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানিতে প্রদত্ত অপচয় উদ্বুদ্ধকারী অদক্ষ ভর্তুকিসমূহের যুক্তিযুক্ত পুনর্নির্ধারণ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর নির্দিষ্ট চাহিদা ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় নিয়ে এবং দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে তাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সকল বিরূপ প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে পরিবেশগত প্রভাবের প্রতিফলন ঘটিয়ে করকাঠামোর পুনর্গঠন ও ক্ষতিকর ভর্তুকির ক্রম বিলুপ্তি (যেখানে বিদ্যমান) সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ | ১২.গ.১ | প্রতি একক জিডিপি (উৎপাদন ও ভোগ) অনুযায়ী এবং এখাতে মোট জাতীয় ব্যয়ের অনুপাত হিসেবে জীবাশ্ম জ্বালানিতে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ |

# ১৩

# জলবায়ু কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ | | | |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
| ১৩.১ | সকল দেশে জলবায়ু সম্পৃক্ত ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিঘাতসহনশীলতা ও অভিযোজন-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা | ১৩.১.১ | জাতীয় ও স্থানীয় দুর্যোগঝুঁকি নিরসন কৌশল অবলম্বনকারী দেশের সংখ্যা |
| | | ১৩.১.২ | প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত ও নিখোঁজ মানুষসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা |
| ১৩.২ | জাতীয় নীতিমালা, কৌশল ও পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি | ১৩.২.১ | একটি সমন্বিত নীতি/কৌশল/পরিকল্পনা প্রণীত বা প্রযুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ঐ সকল দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি সহ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনে যাতে খাদ্য উৎপাদন কোন প্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয় (যেমন, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান, জাতীয় যোগাযোগ, দ্বিবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা অন্যান্য) |
| ১৩.ক | অর্থবহ প্রশমন তৎপরতা ও বাস্তবায়ন-স্বচ্ছতার প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদা মেটাতে ‘জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি)’-এর উন্নত দেশভুক্ত পক্ষ | ১৩.ক.১ | অঙ্গীকারকৃত ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিলে জমার জন্য ২০২০ সাল থেকে প্রতি বছর সংগৃহীত মার্কিন ডলারের পরিমাণ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | কর্তৃক প্রতিশ্রুত ২০২০ সাল নাগাদ যৌথভাবে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং সম্ভব স্বল্পতম সময়ে মূলধনী অর্থায়নের (ক্যাপিটালাইজেশন) মাধ্যমে 'সবুজ জলবায়ু তহবিল (গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড)' সক্রিয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ | | |
| ১৩.খ | নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রাধিকার সহ স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মপদ্ধতির প্রবর্ধন | ১৩.খ.১ | নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর অগ্রাধিকারসহ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কর্মপদ্ধতি এবং অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বিনির্মাণ সহ সহায়তার পরিমাণ ও বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রের সংখ্যা |

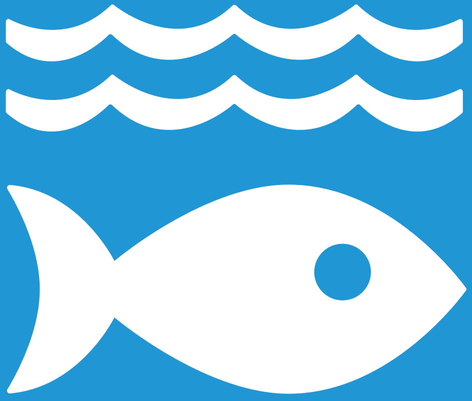

১৪

# জলজ জীবন

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার

| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার | | | |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
| ১৪.১ | ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের সামুদ্রিক দূষণ, বিশেষ করে স্থলভিত্তিক কর্মকাণ্ড, সামুদ্রিক (নৌ) আবর্জনা ও পুষ্টি-দূষণ (পুষ্টিদায়ী পদার্থের আধিক্যজনিত দূষণ) উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস ও প্রতিরোধ | ১৪.১.১ | ভাসমান প্লাস্টিক আবর্জনার ঘনত্ব ও উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবাহিত রাসায়নিক উপাদানের (ইউট্রফিকেশন) সূচক |
| ১৪.২ | সাগর-মহাসাগরে সুষ্ঠু পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ও এদের অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণসহ ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব পরিহারের লক্ষ্যে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ | ১৪.২.১ | বাস্তুতন্ত্র (ইকোসিস্টেম) ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুপাত |
| ১৪.৩ | সকল পর্যায়ে বর্ধিত বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা ও অপরাপর উদ্যোগের মাধ্যমে সামুদ্রিক অম্লায়নের (অ্যাসিডিফিকেশন) ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা ও এর মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা | ১৪.৩.১ | প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা স্থলের নির্ধারিত স্থানগুলোতে পরিমাপকৃত গড় সামুদ্রিক অম্লত্ব (পিএইচ) |
| ১৪.৪ | ২০২০ সালের মধ্যে মৎস্য আহরণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং মাছের অতিআহরণ, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড), অনিয়ন্ত্রিত ও সকল ধরনের ক্ষতিকর আহরণ-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব স্বল্পতম সময়ে মাছের | ১৪.৪.১ | জীবতাত্ত্বিকভাবে টেকসই মাত্রায় মাছের মজুদের অনুপাত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | মজুদ পুনরুদ্ধার করে ন্যূনতম সেই পর্যায়ে নিয়ে আসা যে পর্যায়ে এদের জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ মাত্রায় টেকসই উৎপাদন সম্ভব | | |
| ১৪.৫ | প্রাপ্ত সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০ সালের মধ্যে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার অন্ততপক্ষে ১০ শতাংশের সংরক্ষণ | ১৪.৫.১ | মোট সামুদ্রিক এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি |
| ১৪.৬ | বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মৎস্য ভর্তুকি সংক্রান্ত চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য যথোপযুক্ত ও কার্যকর বিশেষ ও প্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা -এ বিষয়টি অনস্বীকার্য বিবেচনায় রেখে (চলমান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি, দোহা উন্নয়ন এজেন্ডা এবং হংকং মিনিস্টেরিয়াল ম্যান্ডেট বিবেচনায় এনে) ২০২০ সালের মধ্যে, (মাছ ধরার জাহাজগুলোর) অতিসক্ষমতা বা ধারণক্ষমতা অর্জনে ও অতিআহরণে সহায়ক এমন সকল প্রকার মৎস্য ভর্তুকি নিষিদ্ধ করা, অবৈধ, গোপন (আনরিপোর্টেড), ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণে সহায়ক সকল ভর্তুকির উচ্ছেদ সাধন এবং অনুরূপ নতুন কোন ভর্তুকি চালু থেকে বিরত থাকা | ১৪.৬.১ | অবৈধ, অপ্রকাশ্য ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিরিখে বিভিন্ন দেশের অগ্রগতি |
| ১৪.৭ | মৎস্য আহরণ, মৎস্যচাষ ও পর্যটনশিল্পের টেকসই ব্যবস্থাপনা সহ সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ানো | ১৪.৭.১ | ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোসহ সকল দেশে জিডিপি-র শতাংশ হিসেবে টেকসই মৎস্য আহরণ |
| ১৪.ক | সামুদ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর, বিশেষ করে | ১৪.ক.১ | মোট গবেষণা বাজেটের তুলনায় সামুদ্রিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণায় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের অবদান বৃদ্ধির লক্ষে সমুদ্র বিষয়ক প্রযুক্তি বিনিময় সংক্রান্ত আন্তঃদেশীয় সমুদ্রবিজ্ঞান কমিশনের মানদণ্ড ও নির্দেশমালা বিবেচনায় রেখে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি, গবেষণা সক্ষমতার বিকাশ ও সমুদ্র বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তর | | বরাদ্দকৃত বাজেটের অনুপাত |
| ১৪.খ | সনাতন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য আহরণকারী জেলেদের সামুদ্রিক সম্পদ ও বাজারে প্রবেশাধিকার সুবিধাদান | ১৪.খ.১ | ক্ষুদ্র পরিসরে মাছ আহরণকারী জেলেদের অধিকার সুরক্ষা করে এমন বৈধ/নিয়ন্ত্রণমূলক/ নীতি/প্রাতিষ্ঠানিককাঠামো প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশ অনুযায়ী অগ্রগতি |
| ১৪.গ | 'যে-ভবিষ্যৎ আমরা চাই (দ্য ফিউচার উই ওয়ান্ট)' এর ১৫৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বিবৃত সাগর-মহাসাগর ও সংশ্লিষ্ট সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের আইনি কাঠামো হিসেবে স্বীকৃত সামুদ্রিক আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনে গৃহীত আন্তর্জাতিক আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাগর-মহাসাগর ও সংশ্লিষ্ট সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা | ১৪.গ.১ | আইনগত নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মহাসাগর সম্পৃক্ত দলিলাদির মাধ্যমে মহাসাগরের সম্পদ ও তার স্থিতিশীল ব্যবহারকল্পে সাগর আইন বিষয়ে জাতিসংঘ কনভেনশনে প্রতিফলিত যে আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, তাতে অনুস্বাক্ষর ও স্বীকৃতিদানসহ বাস্তবায়নে অগ্রগামী দেশের সংখ্যা |

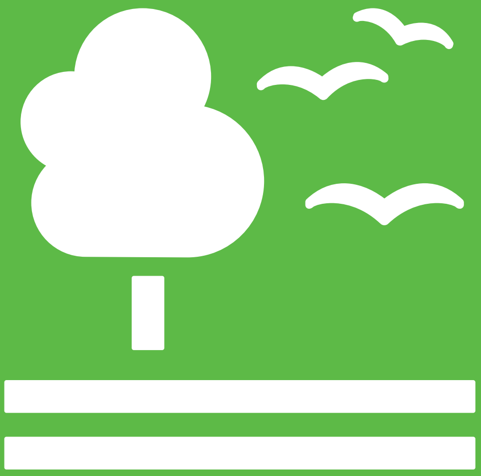

# ১৫

## স্থলজ জীবন

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্যহ্রাস প্রতিরোধ

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫. স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ১৫.১ | ২০২০ সালের মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার সাথে সঙ্গতি রেখে, বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় ও শুষ্ক ভূমিতে স্থলজ ও অভ্যন্তরীণ স্বাদু পানির বাস্তুতন্ত্র ও সেগুলো হতে আহরিত সুবিধাবলির সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা | ১৫.১.১ | মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির অনুপাত |
| | | ১৫.১.২ | বাস্তুতন্ত্রের ধরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকার তুলনায় স্থলজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত |
| ১৫.২ | ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিকভাবে সকল প্রকার বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন, বনভূমি উজাররোধ, ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমি পুনরুদ্ধার, বনায়ন ও পুনঃবনায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি | ১৫.২.১ | টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি |
| ১৫.৩ | ২০৩০ সালের মধ্যে মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, মরুকরণ, খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিসহ ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমি ও মৃত্তিকার পুনরুজ্জীবন এবং একটি ভূমি-অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে সচেষ্ট হওয়া | ১৫.৩.১ | মোট ভূমির তুলনায় ক্ষয়প্রাপ্ত ভূমির অনুপাত |
| ১৫.৪ | ২০৩০ সালের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ যাতে করে টেকসই উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় সুবিধাবলি প্রদানে এদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় | ১৫.৪.১ | পার্বত্য জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংরক্ষিত এলাকার আওতা |
| | | ১৫.৪.২ | পর্বতে সবুজ আচ্ছাদন সূচক |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫.৫ | প্রাকৃতিক আবাসস্থলগুলোর অবক্ষয় হ্রাস করার জন্য জরুরিভিত্তিতে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়রোধ এবং ২০২০ সালের মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসমূহের বিলোপ প্রতিরোধ ও সুরক্ষাদান | ১৫.৫.১ | লালতালিকা সূচক |
| ১৫.৬ | আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুযায়ী জিনগত (জেনেটিক) সম্পদ ব্যবহার থেকে আহরিত সুবিধাবলির স্বচ্ছ ও ন্যায্য বণ্টন এবং এধরনের সম্পদে যথোপযুক্ত প্রবেশাধিকার প্রবর্ধন | ১৫.৬.১ | সুবিধাদির স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত হিস্যা নিশ্চিত করতে আইনগত, প্রশাসনিক ও নীতি কাঠামো গ্রহণকারী দেশের সংখ্যা |
| ১৫.৭ | সংরক্ষিত উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচারের অবসানকল্পে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বন্যপ্রাণিজাত অবৈধ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ | ১৫.৭.১ | কেনাবেচার জন্য বেআইনিভাবে পাচারকৃত বা চোরাই বন্যপ্রাণির অনুপাত |
| ১৫.৮ | ২০২০ সালের মধ্যে স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্রে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী প্রজাতির বিরূপ প্রভাব দৃশ্যমান উপায়ে কমিয়ে আনা ও এদের বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অধিক ক্ষতিকর প্রজাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা উচ্ছেদ সাধন | ১৫.৮.১ | আক্রমণাত্মক বহিরাগত প্রজাতির প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত সুবিধাদির লক্ষ্যে জাতীয় আইন প্রয়োগকারী দেশের অনুপাত |
| ১৫.৯ | ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া, দারিদ্র্য নিরসন কৌশল ও কর্মসূচিগুলোতে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের মূল্যমান অঙ্গীভূত করা | ১৫.৯.১ | জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এর আইচি জীববৈচিত্র্য অভীষ্ট ২ অনুযায়ী গৃহীত জাতীয় অভীষ্ট অর্জনে অগ্রগতি |
| ১৫.ক | জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারকল্পে সকল উৎস থেকে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এর বৃদ্ধি সাধন | ১৫.ক.১ | জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল ব্যবহারে সরকারি ব্যয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫.খ | টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নের জন্য সকল স্তরে ও সকল উৎস হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়নসহ অনুরূপ ব্যবস্থাপনার অধিকতর উন্নয়নকল্পে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পর্যাপ্ত প্রণোদনা সুবিধা দান | ১৫.খ.১ | জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল ব্যবহারে সরকারি ব্যয় সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত  উন্নয়ন সহায়তা |
| ১৫.গ | টেকসই জীবিকার সুযোগ গ্রহণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বাড়ানোসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংরক্ষিত প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচার রোধের উদ্যোগ-প্রচেষ্টায় বৈশ্বিক সমর্থন বৃদ্ধি | ১৫.গ.১ | কেনাবেচার জন্য বেআইনিভাবে পাচারকৃত বা চোরাই বন্যপ্রাণির অনুপাত |

১৬

# শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

# শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

## টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
|---|---|---|---|
| ১৬.১ | সর্বত্র সকল ধরনের সহিংসতা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা | ১৬.১.১ | লিঙ্গ ও বয়স ভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন মানুষের সংখ্যা |
| | | ১৬.১.২ | লিঙ্গ, বয়স ও কারণ ভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে দ্বন্দ্বসংঘাত সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা |
| | | ১৬.১.৩ | পূর্ববর্তী ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার জনসংখ্যার অনুপাত |
| | | ১৬.১.৪ | নিজ এলাকায় একা চলাফেরায় নিরাপদবোধ করে এমন জনগোষ্ঠীর অনুপাত |
| ১৬.২ | শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণ এবং শিশুপাচারের মতো ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান | ১৬.২.১ | বিগত এক মাসের মধ্যে পরিচর্যাকারী কর্তৃক যে কোন ধরনের শারীরিক নিগ্রহন এবং/অথবা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা |
| | | ১৬.২.২ | লিঙ্গ, বয়স ও শোষণের ধরন ভেদে, প্রতি ১০০,০০০ জনে মানবপাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ১৬.২.৩ | ১৮ বছর বয়সের মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে, এমন ১৮-২৯ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীর অনুপাত |
| ১৬.৩ | জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন প্রবর্ধন এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা | ১৬.৩.১ | কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সরকারিভাবে স্বীকৃত অন্য কোন বিরোধ নিষ্পত্তিকারী সংস্থার নিকট বিগত ১২ মাসে সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতা উল্লেখপূর্বক অভিযোগ প্রদানকারীর অনুপাত |
| | | ১৬.৩.২ | জেলে বন্দি মোট জনসংখ্যার তুলনায় বিনাদণ্ডে আটক বন্দির সংখ্যার অনুপাত |
| ১৬.৪ | ২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো, অপহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা এবং সকল প্রকার সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবেলা করা | ১৬.৪.১ | দেশের ভেতরে ও বাইরে অবৈধ অর্থ প্রবাহের মোট মূল্য (চলতি মার্কিন ডলারে) |
| | | ১৬.৪.২ | আন্তর্জাতিক আইন ও মানদণ্ড অনুযায়ী অনুসন্ধান ও রিপোর্টকৃত হয়েছে, এ ধরনের জব্দ করা ক্ষুদ্র অস্ত্র ও হালকা অস্ত্রপাতির অনুপাত |
| ১৬.৫ | সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা | ১৬.৫.১ | বিগত ১২ মাসে কোন সরকারি কর্মচারি বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা ঐ তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করেছে, এমন মানুষের অনুপাত |
| | | ১৬.৫.২ | বিগত ১২ মাসে কোন সরকারি কর্মচারি বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষের দাবি করা হয়েছে- এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অনুপাত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬.৬ | সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ | ১৬.৬.১ | খাতভিত্তিক (বা বাজেট কোড বা অনুরূপ কোন বিষয় ভিত্তিক) অনুমোদিত মূল বাজেটের তুলনায় প্রাথমিক সরকারি খরচের অনুপাত |
| | | ১৬.৬.২ | সরকারি সেবার সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত |
| ১৬.৭ | সকল স্তরে সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা | ১৬.৭.১ | জাতীয়ভাবে বণ্টনের তুলনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে (জাতীয় ও স্থানীয় সংসদ, সরকারি চাকুরি ও বিচারে বিভাগ) পদের অনুপাত (লিঙ্গ, বয়স, অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী ভেদে) |
| | | ১৬.৭.২ | লিঙ্গ, বয়স, অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী ভেদে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সংবেদনশীল (তৎপর) বলে বিশ্বাস করে এমন জনসংখ্যার অনুপাত |
| ১৬.৮ | বৈশ্বিক শাসন-পরিচালন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা | ১৬.৮.১ | আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে উন্নয়নশীল দেশের সদস্যদের এবং ভোটাধিকারের অনুপাত |
| ১৬.৯ | ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান | ১৬.৯.১ | বয়স অনুযায়ী, কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জন্ম নিবন্ধনকৃত অনূর্ধ-৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত |
| ১৬.১০ | জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করা সহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান | ১৬.১০.১ | বিগত ১২ মাসে সংঘটিত হত্যা, অপহরণ, অন্তর্ধানসহ সাংবাদিক, গণমাধ্যমকর্মী, শ্রমিক নেতা ও মানবাধিকার কর্মীদের স্বেচ্ছাচারমূলক আটক ও নির্যাতনের প্রতিপাদিত ঘটনার সংখ্যা |
| | | ১৬.১০.২ | জনসাধারণের তথ্যে অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | সংবিধিবদ্ধ এবং/অথবা নিশ্চয়তামূলক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন-কারী দেশের সংখ্যা |
| ১৬.ক | আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেসহ সকল পর্যায়ে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সহিংসতা প্রতিরোধসহ সন্ত্রাস ও অপরাধ মোকাবেলার সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা | ১৬.ক.১ | প্যারিস চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সরব উপস্থিতি |
| ১৬.খ | টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্যহীন আইন ও নীতিমালার প্রবর্ধন ও প্রয়োগ | ১৬.খ.১ | আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নিষিদ্ধ বৈষম্যমূলক আচরণ দ্বারা বিগত ১২ মাসে ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে মনে করেন এমন অভিযোগ উত্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত |

# ১৭

# অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব
উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ
শক্তিশালী করা

| টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা | | | |
|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | | কর্মসম্পাদন পরিমাপকল্পে প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক |
| **অর্থায়ন** | | | |
| ১৭.১ | আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা | ১৭.১.১ | উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত |
| | | ১৭.১.২ | অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত |
| ১৭.২ | অনেক উন্নত দেশ কর্তৃক প্রতিশ্রুত উন্নয়নশীল দেশের জন্য স্থূল জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ০.৭ শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশের জন্য জিএনআই এর ০.১৫ থেকে ০.২০ শতাংশ সরকারি উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ) প্রদানের লক্ষ্য অর্জনসহ উন্নত দেশগুলো কর্তৃক সরকারি উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন; স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জিএনআই এর কমপক্ষে ০.২০ শতাংশ সরকারি উন্নয়ন সহায়তা দানের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য দাতা দেশগুলোকে উৎসাহিত করা | ১৭.২.১ | অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি), উন্নয়ন সাহায্য কমিটি ও দাতাগোষ্ঠীর স্থূল জাতীয় আয়ের তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রদত্ত নিট সরকারি উন্নয়ন সহায়তার অনুপাত |
| ১৭.৩ | বহুবিধ উৎস হতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সম্পদ আহরণ | ১৭.৩.১ | মোট অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার পরিমাণ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ১৭.৩.২ | |
| ১৭.৪ | ঋণ- অর্থায়ন, ঋণ অব্যাহতি ও ঋণ পুনর্গঠনকল্পে যথোপযুক্ত সমন্বিত নীতিমালার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ-পরিশোধ সক্ষমতা অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা দান এবং চরম ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণের বোঝা ও দুর্দশা লাঘবের উদ্যোগ গ্রহণ | ১৭.৪.১ | মোট জিডিপি'র অনুপাতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)<br><br>দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা রপ্তানির অনুপাত হিসেবে ঋণ সেবা |
| ১৭.৫ | স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন | ১৭.৫.১ | স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য গৃহীত বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা |
| **প্রযুক্তি** | | | |
| ১৭.৬ | বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনা বিষয়ে এবং এসংশ্লিষ্ট অভিগম্যতার ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং ত্রিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং (বিশেষত জাতিসংঘ পর্যায়ে) বিদ্যমান প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে উন্নত সমন্বয় ও একটি বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত সমর্থন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্তে জ্ঞানের আদানপ্রদান বাড়ানো | ১৭.৬.১ | সহযোগিতার ধরণ ভেদে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি ও কর্মসূচির সংখ্যা |
| | | ১৭.৬.২ | গতি ভেদে প্রতি ১০০ বাসিন্দার মধ্যে স্থায়ী ব্রডব্যান্ড গ্রহীতার সংখ্যা |
| ১৭.৭ | পারস্পরিকভাবে সম্মত উদারনৈতিক ও প্রাধিকারমূলক শর্তসহ অনুকূল (সহজ) শর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার ঘটানো | ১৭.৭.১ | উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, হস্তান্তর, প্রচার ও বিস্তার প্রবর্ধনের জন্য অনুমোদিত মোট অর্থ |
| ১৭.৮ | ২০১৭ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পুরোদমে প্রযুক্তি ব্যাংক চালুসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া কার্যকর করা এবং সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির | ১৭.৮.১ | ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ব্যবহার বাড়ানো | | |
| **সক্ষমতা বিনির্মাণ** | | | |
| ১৭.৯ | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনার সমর্থনে দক্ষ ও সুনির্দিষ্ট সক্ষমতা-বিনির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা সহ আন্তর্জাতিক সহায়তা বাড়ানো | ১৭.৯.১ | অঙ্গীকার অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মার্কিন ডলারে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মূল্য (উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমাত্রিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহ) |
| বাণিজ্য<br>১৭.১০ | দোহা উন্নয়ন এজেন্ডার সফল পরিসমাপ্তিসহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় একটি সর্বজনীন, নিয়মতান্ত্রিক, উন্মুক্ত, বৈষম্যহীন, ও ন্যায়সঙ্গত বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রবর্ধন | ১৭.১০.১ | বিশ্বব্যাপী সমন্বিত গড় শুল্কহার |
| ১৭.১১ | বৈশ্বিক রপ্তানিতে ২০২০ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ দ্বিগুণ বৃদ্ধি সহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো | ১৭.১১.১ | বৈশ্বিক রপ্তানিতে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ |
| ১৭.১২ | স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রাধিকারভিত্তিক উৎস সংক্রান্ত বিধিমালা স্বচ্ছ ও সহজ করা এবং এভাবে তাদের অবাধ বাজার সুবিধা প্রদান সহ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বল্পোন্নত সকল দেশের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজারসুবিধা বাস্তবায়ন | ১৭.১২.১ | উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রকে কর্তৃক প্রদত্ত গড় শুল্কহার |
| **পদ্ধতিগত বিষয়াদি নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সুসঙ্গতি/সুসঙ্গত নীতি ও প্রতিষ্ঠান** | | | |
| ১৭.১৩ | নীতিসমূহের সমন্বয় ও সুসঙ্গতি সাধনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সামষ্টিক | ১৭.১৩.১ | সামষ্টিক অর্থনৈতিক ড্যাশবোর্ড বা পরিমাপক |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি | | |
| ১৭.১৪ | টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিসমূহের অধিকতর সুসঙ্গতি সাধন | ১৭.১৪.১ | টেকসই উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট নীতি-সংযুক্তি বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বনকারী দেশের সংখ্যা |
| ১৭.১৫ | দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে প্রতিটি দেশের নীতি-স্বাধীনতা ও নেতৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন | ১৭.১৫.১ | উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদানকারীদের দ্বারা দেশীয় ফলাফল কাঠামো ও পরিকল্পনা কৌশল ব্যবহারের ব্যাপকতা |
| **বহুঅংশীভিত্তিক অংশীদারিত্ব** | | | |
| ১৭.১৬ | সকল দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানকল্পে বহুঅংশীভিত্তিক অংশীদারিতার মাধ্যমে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদ আহরণ ও বণ্টন সম্পূরণের দ্বারা টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি | ১৭.১৬.১ | টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সম্পূরক সহায়তাদানকারী বহুপাক্ষিক উন্নয়নের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ কাঠামোর অগ্রগতি বিষয়ে প্রতিবেদনকারী দেশের সংখ্যা |
| ১৭.১৭ | অংশীদারিতার অভিজ্ঞতা ও সংস্থান কৌশলের ওপর ভিত্তি করে কার্যকর সরকারি, সরকারি-বেসরকারি ও সুশীল সমাজের অংশীদারিত্ব প্রবর্ধন ও উৎসাহদান | ১৭.১৭.১ | সরকারি-বেসরকারি এবং সুশীল সমাজ অংশীদারিত্বের অনুকূলে অঙ্গীকারকৃত সহযোগিতার পরিমাণ (মার্কিন ডলারে) |
| **উপাত্ত, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা** | | | |
| ১৭.১৮ | আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামষ্টিকৃত (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে | ১৭.১৮.১<br>১৭.১৮.২ | সরকারি পরিসংখ্যান মূলনীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিভাজিত উপাত্তসহ জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন সূচকের অনুপাত<br>সরকারি পরিসংখ্যান মূলনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ জাতীয় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা | | পরিসংখ্যান আইন রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা |
| | | ১৭.১৮.৩ | তহবিলের উৎস অনুযায়ী, সম্পূর্ণভাবে তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন জাতীয় পরিকল্পনা বিদ্যমান এমন দেশের সংখ্যা |
| ১৭.১৯ | ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সম্পূরক হিসেবে টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি পরিমাপে বিদ্যমান উদ্যোগের উন্নতি সাধন এবং পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা-বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান | ১৭.১৯.১ | উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিসংখ্যানগত সক্ষমতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত সকল সম্পদের ডলার মূল্য |
| | | ১৭.১৯.২ | (ক) গত ১০ বছরে অন্তত একটি আদমশুমারি ও আবাসনশুমারি সম্পন্ন হয়েছে এবং (খ) শতভাগ জন্মনিবন্ধনসহ ৮০ ভাগ মৃত্যুনিবন্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন দেশের অনুপাত |

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার